দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 13 AUG 2016 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

কলেজটিতে দৃষ্টি দিন

নড়াইল জেলার হাবিবুল আলম বীরপ্রতীক মহাবিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়টি জাতীয়করণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র নং-০৩.০০১.০০০.০০.০০.০১.২০১৬-৩২, তারিখ : ২৮/০৬/২০১৬ মোতাবেক চূড়ান্ত অনুমোদন/সদয় অনুশাসন প্রদান করা হলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর, ঢাকা-এর স্মারক নং-৭এ/০৯/সি-২/২০১৩/৫৬৩৯ (ক)/৫, তারিখ : ৩০/০৬/২০১৬-এর মাধ্যমে প্রণীত ১৯৯টি কলেজের মধ্যে হাবিবুল আলম বীরপ্রতীক মহাবিদ্যালয়টি ১৭৩ নং তালিকাভুক্ত হয়। একটি মহলের কিছু কর্মকাণ্ডে প্রতিভাত হচ্ছে, উক্ত মহাবিদ্যালয়টি তালিকা থেকে কর্তন করে সেখানে অন্য একটি কলেজের নাম অন্তর্ভুক্তকরণের প্রস্তুতি চলছে। গত ২৩/১১/২০১৫ তারিখে মহামান্য সুপ্রিকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ওই কলেজটি জাতীয়করণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কারণ উক্ত রায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ নীতিমালা এর ঙ-তে বলা হয়েছে, 'যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতির জন্য বহিষ্কৃত হয়েছে, সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের জন্য বিবেচিত হবে না'।

এ বিষয়ে তদন্ত করলে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হবে। মিথ্যা ও ভুয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরোক্ত অভিযোগসমূহ আড়াল করে জাতীয়করণের তালিকা থেকে বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার নামকরণে প্রতিষ্ঠিত হাবিবুল আলম বীরপ্রতীক মহাবিদ্যালয়ের নাম কর্তন করে সেখানে দুর্নীতিগ্রস্ত ওই কলেজের নাম অন্তর্ভুক্তির প্রস্তুতি চলছে (?)। ফলে নড়াইল-১ আসনের ৪টি ইউয়িনসহ পার্শ্ববর্তী যশোর-৪ ও খুলনা-৪ আসনের ১টি করে মোট ৬টি বৃহত্তর ইউনিয়নের দেড় লক্ষাধিক মানুষ হতাশ হয়ে পড়েছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বর্তমান মহাজোট সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষভাবে মূল্যায়ন করে চলেছে। সার্বিক দিক বিবেচনা করে বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার নামকরণে স্থাপিত হাবিবুল আলম বীরপ্রতীক মহাবিদ্যালয়টি জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত বহাল রেখে এলাকাবাসীকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখা হোক।

মোঃ আবু রেজা মোল্যা
হাবিবুল আলম বীরপ্রতীক মহাবিদ্যালয়, নড়াইল